ওরিয়েন্ট
পিকচার্স-এর
বিচারক
পরিবেশক:-
কোয়ালিটী ফিল্মস.
5-8-48
PRACHARANI

সুনীল বসু মল্লিকের প্রযোজনায়

ওরিয়েণ্ট পিক্‌চার্স-এর নিবেদন

—বিচারক—

রচনা ও পরিচালনা :—দেবনারায়ণ গুপ্ত

সঙ্গীত : পূর্ণ মুখোপাধ্যায়
আলোক-চিত্র : অনিল গুপ্ত
শব্দানুলেখন : সত্যেন ঘোষ
সম্পাদনায় : রাজেন চৌধুরী
রসায়ণাগারিক : ধীরেন দাশগুপ্ত
শিল্প-নির্দ্দেশক : সাধন লাহিড়ী
নৃত্য-পরিকল্পনা : পিটার গোমেস
স্থির-চিত্র : ষ্টীল্ ফটো সার্ভিস্
সত্য সান্যাল
আবহ সঙ্গীত : রবি রায়চৌধুরী
যন্ত্র সঙ্গীত : ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা

তত্ত্বাবধায়ক : নাট্যপীঠ লিমিটেডের-
কর্ণধার, হরি গোপাল মুখোপাধ্যায়
গীতকার : গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী
কানুরঞ্জন ঘোষ
তারু মুখোপাধ্যায়
জাকির হোসেন
রূপ-সজ্জা : ডি-আর—মেক্-আপ্
ইণ্ডাষ্ট্রীজ্, রঞ্জিৎ দত্ত
ব্যবস্থাপনা : তারু মুখোপাধ্যায়
প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়
(রাঙাদা)

সহকারিগণ ঃ

পরিচালনায় : তারু মুখোপাধ্যায়, শীতল সেন (এ্যাঃ), রমেন মুখোপাধ্যায় (রামু), সন্তোষ সেন * রসায়নাগারে : শম্ভু সাহা, সামান্য রায়, ননী দাস, অমূল্য দাস, সরল চট্টোপাধ্যায় * আলোক—চিত্রে : সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ গুহ রায়, আলোক সেন * শব্দানুলেখনে : সুশীল বিশ্বাস * সম্পাদনায় : অমিয় মুখোপাধ্যায় * ব্যবস্থাপনায় : রমেশ চট্টোপাধ্যায় * সঙ্গীতে : বালকৃষ্ণ দাস

রূপায়ণে ঃ

অহীন্দ্র চৌধুরী, অলকা দেবী-(কোয়ালিটী-ফিল্মস্), দেবী প্রসাদ,
রাজলক্ষ্মী (বড়), মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য রাজলক্ষ্মী (ছোট), হরিদাস চট্টোপাধ্যায়,
ছন্নবেশী, সন্তোষ দাস, কালীপদ চক্রবর্ত্তী, ঝরনা দেবী, কনক ঘোষ,
মিহির কুমার, মণি মজুমদার (এ্যাঃ) অনাদি দাস, অনিল বসু,
অচিন্ত কুমার, কৃষ্ণ সেন (এ্যাঃ) বিভূতি মুখোপাধ্যায়,
বাণী বাবু, নীহার কুণ্ডু, সুভি ঘোষ,
বুল্টু পালিত, তারু, সাধন
মিনতি সাধুখাঁ, মাষ্টারবাবু
ও আরো অনেকে।

—বিচারক—

যেদিন স্মরজিৎ রায় জানতে পারলেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্র সুন্দর তাঁরই অজ্ঞাতসারে একটী গরীবের মেয়েকে বিয়ে করেছে, সেদিন তিনি আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। তাঁর সব আশা, সব সাধ আহ্লাদ, মুহূর্ত্তে চূর্ণ হয়ে গেল। তিনি পুত্রের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করলেন। এমন কি তিনি পুত্রবধূর মুখ-দর্শন পর্য্যন্ত করলেন না।

সুন্দরও পিতার চেয়ে কম অভিমানী নয়—সেও পিতার শাস্তি মাথা পেতে নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

পিতার সঙ্গে সকল সম্পর্ক শোধ হওয়ার পর সুন্দর কোন দিনই কারুর কাছে পিতৃ-পরিচয় দেয়নি। অভিজাত বংশের ছেলের পক্ষে বংশ পরিচয় দিয়ে চাকরী জোগাড় করা যত সহজ, সে পরিচয় গোপন রেখে চাকরী জোগাড় করা তত সহজ নয়। তাই অতি কষ্টে ও বহু চেষ্টার পর, সুন্দর কল্‌কাতার বাইরে একটা কাপড়ের কলে টাইম কীপারের চাকরী জোগাড় করে। মায়াকে নিয়ে এসে ওঠে একটা বাসা বাড়ীতে।

সুন্দরের ক্ষুদ্র সংসার একরকম চলে যায়।—সহসা এরই মাঝে আসে দুজনের জীবনে দুর্যোগের ঝড়।

কিছুদিন পরেই মিল-শ্রমিকদের ওপর মিল-ম্যানেজারের দুর্ব্যবহার সুন্দরের কাছে একদিন অসহনীয় হয়ে ওঠে। সে ম্যানেজারের কাজের প্রতিবাদ জানায়। ফলে, সুন্দরের চাকরীতে জবাব মেলে।

মিল—শ্রমিকদের অজ্ঞানতা দূর করে তাদের সত্যিকারের মানুষ করে তুল্‌তে সুন্দর বদ্ধপরিকর হয়। তার ক্ষুদ্র সংসার তুলে নিয়ে এসে বাসা বাঁধে কুলী বস্তিতে। কুলী-সর্দ্দারের কাছে সুন্দরের বস্তিতে বাসা বাঁধা মোটেই

পছন্দ হল না। একদিন তারই চক্রান্তে সুন্দরকে যেতে হল জেল হাজতে ফাঁসির আসামী রূপে।

মায়া থাকল বস্তিতে একা! নিতান্ত অসহায়া। নানারূপ প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে তার দিন কাটতে লাগল।

জেলা জজ স্মরজিৎ রায় খুব কড়া হাকিম। পারিবারিক জীবনে তাই বলে তিনি স্নেহ-হীন নন। তাঁর অন্তর ভরা স্নেহমমতা বাইরে প্রকাশ না পেলেও—অন্তর তাঁর আটকে আছে স্নেহের জালে। তাই একমাত্র পুত্র সুন্দরকে যেদিন তিনি দেখতে পান—তাঁরই এজলাসের কাঠগড়ার আসামীরূপে, সেদিন আর তিনি নিজেকে সামলে রাখতে পারেন না। বিগত দিনের স্মৃতি তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সরকারী উকিলের জেরা আর তিনি সহ্য করতে পারেন না। তাই বাধা দিয়ে বলেন—'থাক্, আজ থাক্। আজকের মত কোর্ট বন্ধ থাকবে। আজ আমি শ্রান্ত! ক্লান্ত !! অবসাদ আচ্ছন্ন হৃদয়ে বিচারক গৃহে ফিরে আসেন।

একমাত্র কন্যা ইলা আর বিধবা ভগ্নি অরুণাকে নিয়ে স্মরজিৎ রায়ের সংসার। এ সংসারে সব আছে অথচ কিছুই নেই !! স্মরজিৎ রায়ের সংসার যেন সর্ব্বদাই বেদনা-মুখর! পরিবারের সকলের অন্তরে যে ব্যথাটী—কাঁটার মত ফুটে আছে—সে কাঁটাটীকে তুলে কেউ তাকে প্রকাশ করতে সাহস করে না। পরিবারের সকলেই জানেন—কড়া হাকিম স্মরজিৎ রায়ের বিচারে যার শাস্তি হয়েছে; আপীলেও সে খালাস পায়নি। তাই, আপীলের মুক্তি প্রার্থনা করতে কেউ সাহস করে না। আসামী সুন্দর রায়কে যে শাস্তি ভোগ করতে হয় পারিবারিক জীবনে, কাল-চক্রের আবর্ত্তে ব্যবহারিক জীবনেও আজ তা প্রকাশ পায়।

তাই সে আজ সর্ব্বজন সমক্ষে স্মরজিৎ রায়ের এজলাসের সম্মুখের কাঠগড়ায় আসামী! ৩০২ ধারার আসামী !! যার শাস্তি ফাঁসি, দ্বীপান্তর !!

বিচারকের আসন থেকে পিতা দেখেন পুত্রকে। পুত্র দেখে পিতাকে। কিন্তু করুণা তখন হৃদয়ের কোণে স্থান পায় না। অভিমান ও কর্ত্তব্য তখন উভয়ের কাছে বড় হয়ে ওঠে। মামলা চলতে থাকে।

জনসাধারণ জানতে পারেন না—ভাবতেও পারেন না যে, বিচারকের সঙ্গে আসামীর সম্পর্ক কি? শেষে জুরীরা একমত হয়ে আসামী সুন্দর রায়কেই দোষী সাব্যস্ত করে। আসামীকে এগিয়ে যেতে হয় ফাঁসির রসি গলায় পরতে। কিন্তু যা সত্য—তা একদিন দিবালোকের মতই স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়।

তারপর পিতা-পুত্রের অভিমান চূর্ণ হয়ে মায়ার মায়া-জালে কেমন করে জড়িয়ে পড়েন স্মরজিৎ রায়—তা দেখতে পাবেন কায়ার ছায়ালোকে!

(১)

এই চিত্ত মধুপ মম
গুন্ গুন্ গুঞ্জরিল,
সে যে মায়া মালঞ্চে
মধু বসন্তে সুর তুলিল।
এই ফুল্ল কুসুম অঙ্গ, চাহিল প্রিয়তম সঙ্গ,
লতা বল্লরী বায়ু হিল্লোলে দোল দুলিল।
কোন্ পথ হারা ভীরু পান্থ
সুধা সঙ্গীতে হলো ভ্রান্ত,
অজানার সুখ স্বপ্নে
অপরূপ আসিল।

—কানু রঞ্জন ঘোষ

(২)

পুঃ—ও বিলাসিনী!
তোর হাতে দেব কাঁকন, তোর কানে দেব পাশা।
স্ত্রীঃ—আহা থাক্‌না কেন।
জানি জানি তোর ভালবাসা।
পুঃ—যৌবন ফাঁদেতে ধরা পড়েছি গো।
স্ত্রীঃ—যা যা, সে তো শুধুই তোর ছলনা করা গো।
পুঃ—প্রেমের জোয়ারে মোদের শুধুই ভাসা।
উভঃ—চোখের দেখা দেখি এইতো ভালো।
স্ত্রীঃ—তবে পরাণ পিয়াসী প্রেম ঢালো ঢালো।
উভঃ—মোদের আকাশের চাঁদ পাওয়ার নাইকো আশা, মোরা একটুখানি চাই শুধু ভালবাসা।

—কানু রঞ্জন ঘোষ

(৩)

শ্যামলে আমার ভুলিতে নারি,
যেখানেতে যাই যেদিকে তাকাই
ছায়া হেরি শুধু তারি।
সে যে নয়নের মনি নয়ন ছাড়িয়া
দূরে না রহিতে পারে ;
মোর শয়নে স্বপনে ঘুমে জাগরনে,
দোলা দেয় বারে বারে।
দোলে মিনতির সম রহিয়া রহিয়া
তমাল বনের সারি।
আকাশের নীলে মাতাটী নিখিলে
সরসীর নিলিমায়,
(ওযে) তারি তনুনীল, নিঝুম নিখিল
ধ্যেয়ানেতে মুরছায়া।
মোর নয়নের জল, গলিয়া গলিয়া
হ'লো সাগরের বারি।

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

(৪)

আমার ব্যথার প্রদীপ আলোয় ভ'রে
দাও গো প্রিয় দাও,
চোখের জলে বেদনা মুছাও।
ঝড়ের রাতের পথিক আমি,
তুমি চাঁদের হরষ স্বামী,
তোমার আলোয় মেঘের ব্যথা
যেমনি গো ভুলাও
চাইনে আলো এই তো ভাল,
শুধুই পরশ দাও।
হে নিরদয়, আঘাত হানো,
দুঃখ জয়ের মন্ত্র আনো,
সেই জয়েরই যাত্রা পথে
সঙ্গী ক'রে নাও॥

—তারু মুখোপাধ্যায়

দীন দয়াল গোপাল সে মনুয়া
লাগালে আপনি আশ,
জীবন কি ইস্ ধুপ ছাওসে
করহে হো তু নিরাশ।
বাড়তা যা তু, হারনা হিম্মত,
উঠনে দে তুফান,
জান্‌লে প্রাণী জগ মে সব দিন
হোত্ না এক সমান,
তুখ্ মে ভি হায় সুখকী ছায়া
করলে ইয়ে বিস্‌ওয়াস্
উদয় হোগা সুখকা সুরয
বীত যায়গি রজনী
কাহে ধীর গাময়ে,
কাহে নীর বহায়ে সজনী।
নাম নিরঞ্জন স্মরণ করলে
বুঝালে মন্‌কি পিয়াস্।

—জাকির হোসেন

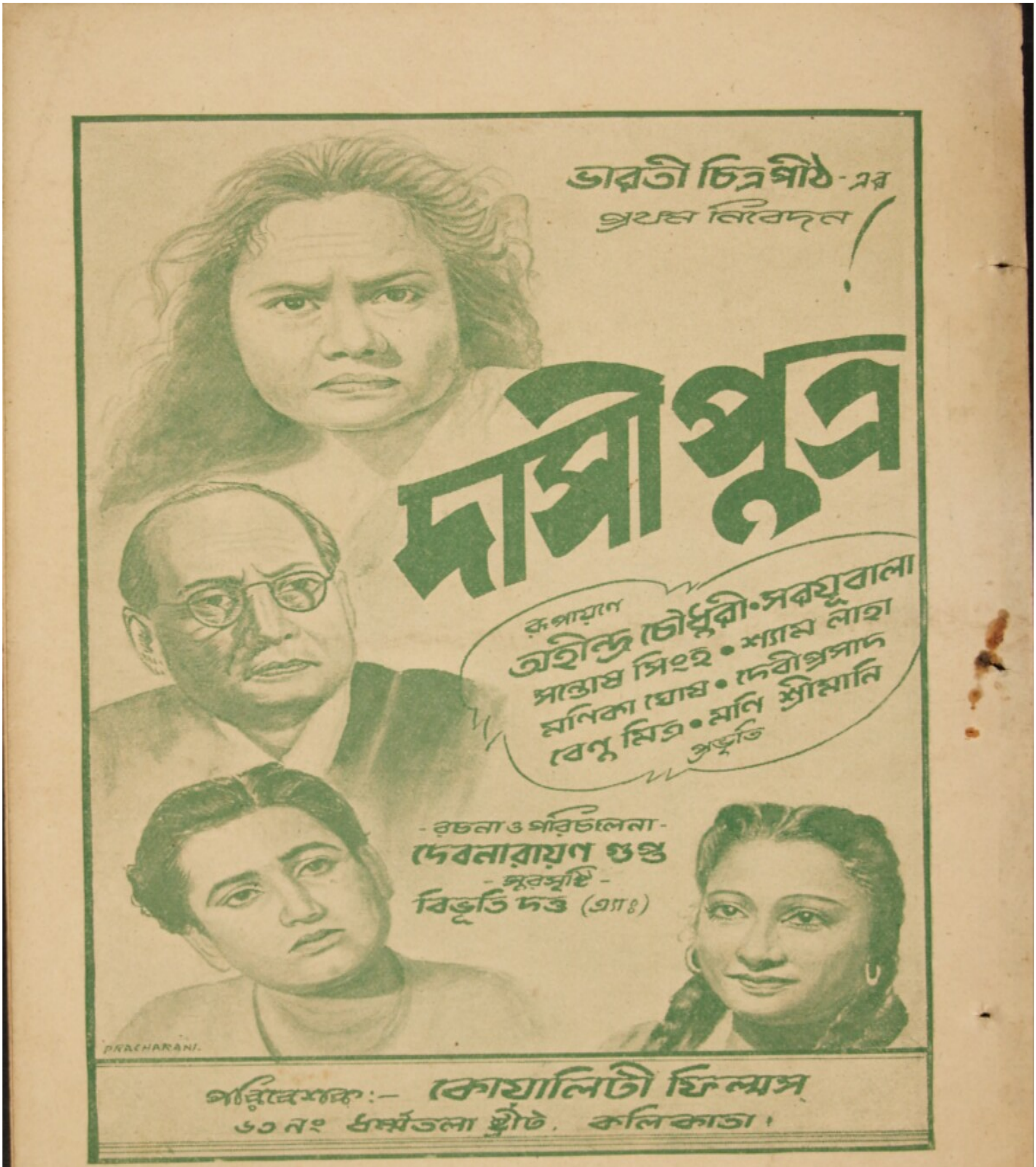

গ্ল্যাসগো প্রিণ্টিং কোম্পানী, হাওড়া হইতে মুদ্রিত।